স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানকারী ভূমিকা

ড. উইলিয়াম জেমস কার্টিয়ার
পরিচালক, স্থানীয় সরকার উদ্যোগ

স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানের উন্নতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখাকে বিশ্বব্যাপী বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে অন্যতম জোরালো যুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। যুক্তিটি হলো- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকের যত নিকটবর্তী হয়, সেগুলো ততো বিশ্বস্ততা এবং কার্যকারিতার সঙ্গে সেবা প্রদান করতে বাধ্য থাকে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকের প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাদের সেবা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং গ্রাহকের চাহিদা ও অভিযোগের প্রতি দ্রুত সাড়া দেয়। এই ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব? সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম ব্যক্তিকে ভোটাররা স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করে। এভাবেই বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিনিয়োগ খাতসহ (যেমন- পুলিশ, আদালত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, পরিবহন) প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রায়শই স্থানীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে।

কিন্তু বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম। এখানে সেবা প্রদান কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, যারা গ্রাহকদের চাহিদা এবং প্রয়োজনে সাড়া দিতে খুব একটা আগ্রহী নয়। বাজেট এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন সরকারি আমলাগণ। দলীয় প্রয়োজনে সরকারি অর্থ ব্যয় করার সুযোগ করে দিতে সংসদ সদস্যগণ এই বাজেট এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রায়শই প্রভাবিত করেন, যার ফলে গত কয়েক বছরের জাতীয় জনমত জরিপে, সেবা কার্যক্রমে গ্রাহকদের অসন্তুষ্টি এবং অনাস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

যদিও বাংলাদেশের সংবিধান এবং আইনসমূহ ইউনিয়ন পরিষদকে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন- শিক্ষা) ওপর তদারকি করার কিছু সীমিত দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি সে ব্যাপারে একেবারেই অবহিত নন। তথাপি বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের এই জটিল তদারকির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য ও সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ : স্থানীয় সরকার উদ্যোগ বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা

কাগজে কলমে যা আছে

দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শৃঙ্খলা রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩-তে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন ও কার্যাবলীর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলে ১০ থেকে ২০ হাজার অধিবাসী

'চেয়ারম্যানরা ঠিকমতো কাজ করলে দেশে কোনো কাঁচা রাস্তা থাকতো না'
ফজলুর রহমান, চেয়ারম্যান, সুন্দরপুর ইউপি

স্থানীয় সরকার উদ্যোগ/এআরডি

ইউএসএইডের সহায়তায় পরিচালিত বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার উদ্যোগ, শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের জন্য বাংলাদেশে একটি বিস্তৃত সমর্থকগোষ্ঠী গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। স্থানীয় সরকার উদ্যোগ আয়োজিত কর্মসূচি এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে জানতে যোগাযোগ করুন-

স্থানীয় সরকার উদ্যোগ/ এআরডি
বাড়ি-২/বি, রাস্তা-৮৪, গুলশান-২
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন : ৮৮০২-৯৮৬২৯৯৭
E-mail- ardb@citech-bd.com

অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। সরাসরি ভোটে ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান নির্বাচিত হন। ৯টি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন ৯জন মেম্বার। সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন মহিলা মেম্বার নির্বাচিত হন। নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নিয়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই পরিষদকে ৫৩টি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তবে অভিযোগ

কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান মেম্বারদের কার্যকরী কোনো ভূমিকা নেই

রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের দেয়া হয় না। তাদের ক্ষমতাও সীমিত। সর্বোপরি বিগত দুটি সরকারই আইন করে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যাবলীর সঙ্গে সংসদ সদস্যদের জড়াতে চেয়েছে। তাদের থানা উন্নয়ন পরিষদের আহ্বায়ক করা হয়েছে। এ কারণে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর সংসদ সদস্যদের প্রভাব বেড়েছে। ফলে সংসদ সদস্যদের অযাচিত হস্তক্ষেপে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে। নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ক্ষমতা হয়েছে সংকুচিত। অনেকে মনে করছে, বর্তমান গ্রাম সরকার বিল

‘ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী হলে গণতন্ত্র সমৃদ্ধ হবে’

আব্দুল জলিল
সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ

২০০০ : সিভিল সোসাইটি থেকে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার দাবি উঠেছে। এ দাবীর প্রতি আপনি ও আপনার দল কি একমত পোষণ করেন?

আব্দুল জলিল : গ্রাম পর্যায় ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোকে অবশ্যই শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এ কাঠামোকে আমরা যদি শক্তিশালী করতে পারি তাহলে অনেক কাজই সহজ হবে। উন্নয়ন কর্মসূচি তো গ্রাম পর্যায় ইউনিয়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ইউনিয়ন মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ নেয়া হয়। তাদের যদি ক্ষমতা দেয়া হয়, সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দেয়া হয় তাহলে সাধারণ মানুষও তো উপকৃত হবে। সাধারণ মানুষের ঝামেলা কমবে। তবে কিছু সমস্যা আছে। নানা চাপে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা কতটুকু কাজ করতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তবু আমি বিশ্বাস করি, ইউনিয়ন পরিষদকে ক্ষমতা দেয়া হলে, সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলে সুফল পাওয়া যাবে। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের কাজ শুরু করা প্রয়োজন। কাজ শুরু করলে নানা ভুলত্রুটি অতিক্রম করেও আমরা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। আমি মনে করি, আজকের আমাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সরকার কাঠামোর শেষ ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে অবশ্যই শক্তিশালী ও কার্যকর করা প্রয়োজন। এতে দেশের মানুষের উপকার হবে। সর্বোপরি আগামী দিনে ইউনিয়ন পরিষদের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেও সমৃদ্ধ করা যাবে।

২০০০ : অনেকে বলছে বিগত ও বর্তমান সরকারের আমলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ কারণে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে?

আব্দুল জলিল : সংসদ সদস্যরাও তো জনগণের প্রতিনিধি। সংসদ সদস্য উপদেষ্টা হতেই পারেন। এ সমস্যা নির্ভর করে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নেতৃত্বের আচরণ ও সংসদ সদস্যের মানসিকতার ওপর। সংসদ সদস্যরা যদি মনে করে এ প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে কাজ করতে দেয়া উচিত, জনগণের কল্যাণের জন্য। তাহলে সমস্যা হয় না। এমপিদের আসলে দায়িত্ব কি? এমপিদের গিয়ে গমের ভাগ-বাটোয়ারা করা উচিত নয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না এটা এমপি দেখতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন গম বিলি করবেন, ভাগ বসাবেন, তাতে সমস্যা তীব্র হবে। এ কারণে দেখতে হবে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংসদ সদস্যের ভূমিকা কেমন আছে। তার মানসিকতাও বা কেমন। অপরদিকে ব্যক্তিত্বহীন লোক যদি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হয়, সে তো সংসদ সদস্যের ওপর নির্ভরশীল হবেই। ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবে।

২০০০ : সম্প্রতি সরকার গ্রাম সরকার গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের এ উদ্যোগকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

আব্দুল জলিল : আসলে রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের জন্য সরকার এ কাজটি করছে। গ্রাম সরকার করে সমস্যা আরো বাড়বে। সরকার সমস্যার সমাধান না করে, সমস্যা আরো সৃষ্টি করলো। রাজনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থ আদায়ের জন্য তারা গ্রাম সরকার করছে। উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে নয়।

২০০০ : আপনারাও তো সরকারে ছিলেন। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে আপনারা কি কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিংবা ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গেলে কিছু করবেন কী?

আব্দুল জলিল : অবশ্যই আমরা স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ নেবো। আমরা ক্ষমতায় থাকতে পদক্ষেপও নিয়েছিলাম। তবে একটা সরকারের পাঁচ বছরের মধ্যে সব কাজ করা সম্ভব নয়। জনগণকে বুঝতে হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। আমরা ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করাসহ উন্নয়নের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম, তা স্থগিত করে রাখা হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে যা হয়েছে, সব সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। এটা ঠিক নয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন।

ইউপি নির্বাচন '০৩

চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ক্ষমতা এবং জনগণের চাওয়া পাওয়া

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, নির্বাচনে জয়যুক্ত হবার পর এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন তো দূরের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে কাছে পাওয়া সাধারণের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ নিয়ে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের ওপর সাধারণ মানুষের যত ক্ষোভ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানকালে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় সাধারণের ক্ষোভের সেই বহিঃ প্রকাশও পাওয়া গেছে। বাজিতপুর উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে ১০টি ইউনিয়নে গত নির্বাচনে বিজয়ী চেয়ারম্যান এবার প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু ১০ জনের মধ্যে ৯ জনেরই ভরাডুবি ঘটেছে।

বাজিতপুর উপজেলার ৭ নং দীঘিরপাড় ইউনিয়ন পরিষদের সদ্য নির্বাচিত চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক মিয়া ২০০০কে বলেন, যেহেতু আমি প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়েছি তাই স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্ত ক্ষমতা সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই। তবে তিনি বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি এলাকার আইন-শৃঙ্খলার এবং শিক্ষার উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখবো। তবে সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতি একটি প্রধান অন্তরায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি বিরোধী দলের সমর্থক হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়বে।

বাজিতপুর উপজেলার ১১ নং কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদের পরাজিত চেয়ারম্যান মোঃ তৈয়বুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। তিনি তার গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, যে ক্ষেত্রেই কাজ করতে চেয়েছি সব ক্ষেত্রেই দেখেছি দলীয়করণ। আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে চেয়ারম্যান হিসেবে তার ভূমিকা কেমন ছিল? জানতে চাইলে তৈয়বুর বলেন, এলাকায় পুলিশ এসে কাউকে ধরে নিয়ে গেলেও আমি চেয়ারম্যান হয়েও তা জানতে পারি না। তিনি ২০০০কে বলেন, আমার ইউনিয়নে এসে পুলিশ কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে আমাকে অবশ্যই জানানো উচিত।

এক্ষেত্রে চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা আরো বাড়ানো দরকার বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজের ক্ষেত্রে দলীয়করণ প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এবারের নির্বাচনে তৈয়বুর রহমান নিজের পরাজয়ের জন্য স্থানীয় বিএনপি দলীয় সাংসদের ভূমিকাকে দায়ী করেন। তৈয়বুর নিজেও বিএনপি'র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

কৈলাগ ইউনিয়ন পরিষদের ১, ২ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনে এবারই প্রথম নির্বাচিত হয়েছেন গৃহবধূ রীমা আক্তার এইচএসসি পাস রীমা আক্তার নিজের কাজের ক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত না হলেও তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে তিনি জোরালো ভূমিকা রাখতে চান। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য রীমা ২০০০কে বলেন, আমার প্রধান কাজ হবে এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে যাতে সঠিকভাবে লেখাপড়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখা, এলাকার শিশু-কিশোরদের স্কুলমুখী করা। তিনি বলেন, একজন সচেতন মহিলা হিসেবে এবং এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িত থাকায় এলাকায় তার যথেষ্ঠ প্রভাব রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে এই প্রভাবকে অবশ্যই কাজে লাগাবো। আর এক্ষেত্রে এলাকাবাসী ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাবেন বলে রীমা আশাবাদী।

বাজিতপুর উপজেলার বলিয়ারদী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য পল্লী চিকিৎসক মোঃ মনিরুজ্জামান। এ নিয়ে তিনি তৃতীয় বার নির্বাচিত হলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, একজন সদস্য হিসেবে তার কাজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন না বলে তিনি জানান। মনিরুজ্জামান ২০০০কে বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে কি উল্লেখ আছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তা কোনো দিনই আমাদের জানানো হয়নি। আর এই না জানার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক কাজ করতে পারি না। তিনি আরো বলেন, আমরা যতটুকু জানি তা হল- এলাকার আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন, সালিশ করা, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা। আর এসব কাজ আমরা যথাসাধ্য করে যাচ্ছি।

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার ১নং গোবরিয়া-আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন পরিষদের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দিন খান (শাহজাহান)। ইতিপূর্বে তিনি আরেকবার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের প্রাপ্ত ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে ২০০০কে বলেন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলাসহ সামগ্রিক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু আমরা সঠিকভাবে পালন করি না। এলাকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সেখানে কি কাজ হয় আমরা জানি না। তদারকির ক্ষমতাও ইউনিয়ন পরিষদের নেই। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে আরো দায়িত্ব দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

'আমি বিরোধীদলের সমর্থক হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করা সমস্যা হয়ে পড়বে'
ফারুক মিয়া
সদ্য নির্বাচিত চেয়ারম্যান
৭ নং দিঘিরপাড় ইউপি
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ

'এলাকার স্কুলের পড়াশোনার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবো'
রীমা আক্তার
সদ্য নির্বাচিত (সংরক্ষিত) সদস্য
১১ নং কিলাগ ইউপি
ওয়ার্ড নং-১, ২ ও ৬
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ

'কাগজে কলমে আমাদের অনেক দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবে নেই'
ফজলুর রহমান
চেয়ারম্যান
১ নং সুন্দরপুর-দুর্গাপুর
ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রমে আরো টানাপড়েনের মধ্যে ফেলে দেবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সব কার্যাবলীর তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্ব চেয়ারম্যানের ওপর অর্পিত। নির্বাচিত সদস্যরা তাকে সহযোগিতা করে থাকেন। অধ্যাদেশ অনুযায়ী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন তথা রাস্তা, খাল, সাকো তৈরি ও সংস্কার সাধনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার কথা। পল্লী পূর্ত কর্মসূচি ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচির অধীনে খাল খনন, পুনঃখনন ও ভৌতকাঠামো তৈরিতে চেয়ারম্যান সহযোগিতা করবেন।

গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও চুরি-ডাকাতি বন্ধের জন্য গ্রাম পুলিশ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের দায়িত্ব গ্রাম পুলিশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব রয়েছে গ্রামের ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জমিজমা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ব্যক্তিগত

এলাকার আইন-শৃংঙ্খলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে শাহজাহান ২০০০ বলেন, পূর্বে ইউনিয়নের চৌকিদার দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন করা যেত। এখন চৌকিদার থানা পুলিশের দালালি করে অথচ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চৌকিদার নিয়োগ থেকে বরখাস্ত পর্যন্ত কোনো কাজই ইউনিয়ন পরিষদ এককভাবে করতে পারে না। চৌকিদার নিয়োগের ক্ষেত্রে এখন পুরো ক্ষমতা জেলা প্রশাসনের। যার ফলে চৌকিদারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উঠলেও পরিষদের কিছু করার থাকে না। তিনি বলেন, এই নিয়মের পনিবর্তন করা দরকার পূর্বে চৌকিদার নিয়োগ দিত ইউনিয়ন পরিষদ। যে কোনো অভিযোগে ব্যবস্থাও নিত পরিষদ। তিনি মনে করেন, এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পরিষদকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এছাড়া এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনকে প্রধান অন্তরায় বলে উল্লেখ করে শাহজাহান বলেন, যে কোনো উন্নয়ন কাজে প্রশাসনকে ভাগ দিতে হয়। যার ফলে উন্নয়ন কাজে স্বাভাবিকভাবে বাধা আসে।

চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ক্ষমতা সম্পর্কে বাজিতপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মেরাজ হোসেন সঙ্গে কথা বললে তিনি উপরের নির্দেশ ছাড়া এব্যাপারে কিছু বলতে প্রথমে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে তিনি বলেন, এসব বিষয় আইনে আছে। চেয়ারম্যান-মেম্বাররা যদি ইউনিয়ন পরিষদের ম্যানুয়েল না পড়ে তাহলে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে জানবে কিভাবে। তিনি ২০০০কে বলেন, চৌকিদার নিয়োগের বিষয়টি হচ্ছে সম্পূর্ণ ইউনিয়ন পরিষদের। আর পুলিশ কোন এলাকায় গিয়ে আসামি ধরবে বা ধরবে না সেটা হচ্ছে পুলিশের ব্যাপার। এখানে চেয়ারম্যানকে জানাতে হবে কেন? আর চেয়ারম্যানের কোনো কিছু করারও নেই এ ব্যাপারে।

কালীগঞ্জ উপজেলার ১নং সুন্দরপুর-দুর্গাপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন ফজলুর রহমান। পাঁচ বছর চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। ফলে কাজ করার কতটুকু সুযোগ বা সমস্যা আছে তা ভালোভাবেই জানেন তিনি। তিনি বলেন, কাগজে-কলমে আমাদের অনেক দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবে নেই। রাস্তার কাজ, ছোট-খাটো ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ, ভিজিএফ কার্ডের গম বিতরণ ও এডিপির কিছু কাজ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের তেমন কোনো কাজ নেই বললেই চলে। অথচ গ্রামাঞ্চলের সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ, বিচার-সালিস ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ভার ইউনিয়ন পরিষদকেই দেয়া উচিত। ফজলুর রহমানের কাছে জানতে চাওয়া হয়, 'অভিযোগ রয়েছে চেয়ারম্যানদের যতটুকু কাজ করার সুযোগ পান তাও তারা করেন না। সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেন। এবং প্রকল্পের গম বা চালের আত্মসাতের অভিযোগও তো আছে?।' এ ব্যাপারে নিঃসংকোচে ফজলুর রহমান বলেন, তা যদি কেউ করেও থাকেন তাহলে পরিস্থিতিই এজন্য প্রথম দায়ী। কেউ যদি শপথ নেন তিনি নৈতিকতার বাইরে যাবেন না, তাহলে তিনি কোনো কাজই করতে পারবেন না। কারণ এক টন কাবিখা'র (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) গম তুলতে হলে সাড়ে ৩ হাজার আর চাল হলে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের দিতে হয়। তা না হলে বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এ ছাড়াও অনেক খরচ আছে। চেয়ারম্যানরা সে টাকা কোথায় পাবেন? ফজলুর রহমান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে আরো কাজ পেতে হলে সরকারকে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে তাদেরকে বরাদ্দ পেতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দপ্তরে ছুটতে না হয়। পরিষদে বসেই তারা মালামাল পেয়ে যাবেন। আরেকটি বিষয়ে তিনি জোর গুরুত্ব দেন, তাহলো চেয়ারম্যানদের সম্মানীভাতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, একজন চেয়ারম্যান মাসে দেড় হাজার টাকা সম্মানী পান। তাহলে তিনি কি করে সংসার চালাবেন? তবে এতো কিছুর মাঝেও চমকে দেয়ার মতো একটি কথা বলেন তিনি। আর তাহলো পাঁচ বছর চেয়ারম্যান থেকে তিনি যা উপলব্ধি করেছেন, আর কিছু না হোক বর্তমানে যে বরাদ্দ তারা পান তার সব যদি সদ্ব্যবহার হতো তাহলে বাংলাদেশের কোনো রাস্তা কাঁচা থাকতো না, পাকা হয়ে যেত।

এ প্রসঙ্গে ৭ নং রায়গ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী জহুরুল ইসলাম বলেন, এর থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। বরাদ্দের অর্থ বা মাল সরাসরি পরিষদে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়াতে হবে চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সম্মানী। এছাড়া প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকির যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

এ কথা সমর্থন করেন ৬ নং ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা এমএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, ভোটের সময় একজন চেয়ারম্যান বা মেম্বার নির্বাচিত করার জন্য আমরা যেভাবে মাতামাতি করি, নির্বাচনের পর তিনি কি করছেন তা আর কেউ খোঁজও রাখি না। এজন্য সচেতন ভোটারদের দায়িত্বশীল হতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম সচিব। যার নখদর্পণে থাকে ইউনিয়নের কার্যাবলী। ফলে চেয়ারম্যান-মেম্বাররা বর্তমান অবস্থায় কতটুকু কাজ করতে পারেন তাও ভালোভাবে বলতে পারেন তারাই। তেমনই একজন সচিবের নাম জহুরুল ইসলাম। দীর্ঘ প্রায় ২৭ বছর তিনি গুরুত্বপূর্ণ এ পদটিতে কর্মরত রয়েছেন। এ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা কি? জহুরুল ইসলামের ছোট জবাব, বর্তমান যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তার দ্বিগুণ করা সম্ভব। কিন্তু এত কিছু জানেন না, মানেন না সাধারণ মানুষ। তাদের ধারণা চেয়ারম্যান-মেম্বাররা সব মেরে খান। সে কথাই বলেন ত্রিলোচনপুরের আব্দুস সাত্তার, দাদপুরের কল্পনা বানু আর তারাভান। তারা বলেন, ৩০ কেজি করে (ভিজিএফ কার্ড) গম দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয় মাত্র ২৫ কেজি করে। এর প্রতিবাদও করতে পারেন না, তাহলে হয়তো মোটেই পাবেন না।

'কাজের তদারকির ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের নেই'

মো: সালাউদ্দীন খান

নির্বাচিত চেয়ারম্যান

১ নং গোবরিয়া-আব্দুল্লাপুর ইউপি

কুলিয়ারচার, কিশোরগঞ্জ

'সচেতন ভোটারদের দায়িত্বশীল হতে হবে'

হাবিবুর রহমান

প্রধান শিক্ষক

বালিয়াডাঙ্গা এমএস

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

'চেয়ারম্যান মেম্বাররা সব মেরে খান'

জহুরুল ইসলাম

সচিব

৫ নং সিমলা-রোকনপুর ইউনিয়ন

(চাকরির বয়স ২৭ বছর)

উদ্যোগে বা গ্রাম আদালত স্থাপন করে নিষ্পত্তি করে দেয়া। আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসককে সহযোগিতা করা তাদের দায়িত্ব। এলাকার চোরাচালান, অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইউনিয়নের অপরিহার্য কাজ।

গ্রামের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের দায়িত্ব রয়েছে। তারা ইউনিয়নবাসীকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উৎসাহিত করবেন। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। সেনিটারি পায়খানা স্থাপনের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করবেন। জন্ম, মৃত্যু নিবন্ধীকরণ করবেন। বিশুদ্ধ পানি, জলের ব্যবস্থা করবেন। খাবার পানির উৎস দূষিতকরণ রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এলাকার পরিবেশ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কৃষি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। ইউনিয়ন পরিষদকে কৃষির উন্নয়নে

‘জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের ৫০% ইউনিয়নের জন্যে বরাদ্দ রাখতে হবে’

রাশেদ খান মেনন
সভাপতি, ওয়ার্কার্স পার্টি

আসলে প্রথমে আমাদের স্থানীয় সরকারের ফোকাল পয়েন্ট কোনটি তা স্থির করতে হবে। আমি মনে করি, ইউনিয়ন পরিষদই স্থানীয় সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হওয়া উচিত। ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়ন করা প্রয়োজন। বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ আমলাতন্ত্র ও সংসদ সদস্যের মাঝে পড়ে দ্বৈতভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সব উন্নয়ন কাজই সংসদ সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইউনিয়নের নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই। তাদের কোনো কাজই নেই। আমি মনে করি, জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগ ইউনিয়নের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। তাহলে তদবিরের প্রয়োজন হবে না। জাতীয় সংসদে আগামীতে এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন।

কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ’৮৩ সালের অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কৃষি উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ ও তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সব ধরনের কাজে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করার কথা। এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাও ইউনিয়ন পরিষদের অপরিহার্য কাজ। এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা দেখা এবং সমাধান করাও চেয়ারম্যান-মেম্বারদের দায়িত্ব।

অধ্যাদেশ ’৮৩ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদকে কৃষি, স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে নানা ধরনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। এবং দায়িত্ব সম্পাদনের দিক নির্দেশনাও নেই কোনো। এমনকি দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও ক্ষমতা দেয়া হয়নি। দেয়া হয়নি লোক বল। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ শুধু কাগজ-কলমেই থেকে যাচ্ছে।

‘না জানার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কাজ করতে পারিনা’
ডা: মো: মনিরুজ্জামান
সদ্য নির্বাচিত সদস্য
ওয়ার্ড নং-২, ইউপি
৩ নং বালিয়ারদি
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ

‘চেয়ারম্যান-মেম্বারদের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন’
আলহাজ উদ্দীন (সিজিল)
সচেতন ভোটার
বালিয়ারদি ইউপি
বাজিতপুর

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, এখন ইউনিয়ন পরিষদের কাজ শুধু নাগরিকত্বের সনদপত্র দেয়া, সাধারণ বিবাদ মেটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। সংসদ সদস্যদের আজ্ঞাবহ থাকলে চেয়ারম্যানরা এলাকার ব্রিজ, সাঁকোর জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় কিছু গম পাচ্ছেন। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক চেয়ারম্যানই এ বরাদ্দ পেয়ে থাকেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে, নির্বাচিত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা এলাকার উন্নয়নে নয়, নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যস্ত থাকেন। তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কেও তারা অবগত নন। ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালের বেঙ্গল ভিলেজ সেলভ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট পাস করে। এই অ্যাক্টের আওতায় গড়ে উঠেছিলো ইউনিয়ন পরিষদ। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ টিকে থাকলেও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর বদিউল আলম মজুমদার ২০০০কে বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতার অভাবে ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না। তারা দলীয় স্বার্থে ইউনিয়ন ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ইউনিয়ন পরিষদের ওপর অনেক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থের ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও দেয়া হয়নি।’

’৮৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে তা বর্ণনা করা হয়নি। ফলে তাদের পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি দাবি উঠেছে, আইন করে জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের একটি বড় অংশ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, ইউনিয়ন পরিষদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার জন্য সরকারের উচিত ইউনিয়নকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা। তাদের দিতে হবে পর্যাপ্ত ক্ষমতা। দরকার হলে এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। ইউনিয়নকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বাররা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। জনগণের সমস্যা সমাধানে তাদের আন্তরিক হতে হবে।

ভোটারদের বিশাল প্রত্যাশা থাকে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কাছে

স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গে রেডিও অনুষ্ঠান

প্রতি রবি, মঙ্গল এবং শুক্রবার দুপুর ১২.১৫-১২.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ বেতারে স্থানীয় সরকার উদ্যোগের প্রযোজনায় প্রচারিত হবে (ঢাকা খ মিডিয়াম ওয়েভ, ৬৩০ কি. হা) ‘আমাদের সরকার’ নামে একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি পরিবেশনা করেছে ট্রি ফাউন্ডেশন লিমিটেড।

সমন্বয়কারী : **জয়ন্ত আচার্য**
রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**
নিজামুল হক বিপুল
মামুন রহমান
ওয়ালিদ শিকদার
নাসরুল আনোয়ার
হারুন চৌধুরী